সপ্তম অধ্যায়

দেবগুরু বৃহস্পতিকে ইন্দ্রের অপমান

এই অধ্যায়ে দেবরাজ ইন্দ্রের অপরাধে দেবগুরু বৃহস্পতির দেব-পৌরোহিত্য ত্যাগ এবং দেবতাদের প্রার্থনায় ব্রাহ্মণ ত্বষ্টার তনয় বিশ্বরূপের দেব-পৌরোহিত্য অঙ্গীকারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র যখন তাঁর পত্নী শচীদেবী সহ সুরসিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্বদের দ্বারা বন্দিত হচ্ছিলেন, তখন দেবগুরু বৃহস্পতি সেই সভায় এসে উপস্থিত হন। জড় ঐশ্বর্য উপভোগে মত্ত হয়ে ইন্দ্র তাঁর কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং বৃহস্পতিকে কোন রূপ সম্মান প্রদর্শন করলেন না। তার ফলে বৃহস্পতি ইন্দ্রের ঐশ্বর্যের গর্ব অবগত হয়ে, তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তখনই সভা থেকে অদৃশ্য হলেন। ইন্দ্র তখন তাঁর ঐশ্বর্য মত্ততা ও গুরুদেবের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের বিষয় অনুভব করে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন, এবং তখনই ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উঠে গিয়ে গুরুদেবের অন্বেষণ করে কোথাও তাঁকে দেখতে পেলেন না।

গুরুদেবের প্রতি অসম্মানজনক আচরণের ফলে ইন্দ্র তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য হারিয়ে ফেলেন এবং এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে দৈত্যদের দ্বারা পরাজিত হয়ে তাঁর সিংহাসন থেকে বিচ্যুত হন এবং দৈত্যরা সেই সিংহাসন অধিকার করে। অন্য দেবতাগণ সহ ইন্দ্র তখন ব্রহ্মার শরণাগত হন। ব্রহ্মা তখন তাঁদের গুরুদেবের প্রতি অপরাধের জন্য দেবতাদের তিরস্কার করেন এবং ত্বষ্টার পুত্র দ্বিজবর বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করতে উপদেশ দেন। তখন তাঁরা বিশ্বরূপের পৌরোহিত্যে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন এবং দৈত্যদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

কস্য হেতোঃ পরিত্যক্তা আচার্যেণাত্মনঃ সুরাঃ ।
এতদাচক্ষ্ব ভগবঞ্ছিষ্যাণামক্রমং গুরৌ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা জিজ্ঞাসা করলেন; **কস্য হেতোঃ**—কি কারণে; **পরিত্যক্তাঃ**—পরিত্যক্ত হয়েছিলেন; **আচার্যেণ**—তাঁদের গুরু বৃহস্পতির দ্বারা; **আত্মনঃ**—নিজের; **সুরাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **এতৎ**—এই; **আচক্ষ্ব**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **ভগবন্**—হে মহর্ষি (শুকদেব গোস্বামী); **শিষ্যাণাম্**—শিষ্যদের; **অক্রমম্**—অপরাধ; **গুরৌ**—শ্রীগুরুদেবের প্রতি।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহর্ষে, দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁর শিষ্য দেবতাদের কেন পরিত্যাগ করেছিলেন? দেবতারা তাঁর চরণে কি অপরাধ করেছিলেন? দয়া করে তা আমার কাছে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—

সপ্তমে গুরুণা ত্যক্তৈর্দেবৈর্দৈত্যপরাজিতৈঃ ।
বিশ্বরূপো গুরুত্বেন বৃতো ব্রহ্মোপদেশতঃ ॥

"এই সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে বৃহস্পতি দেবতাদের দ্বারা অপমানিত হয়ে তাঁদের পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং তার ফলে দেবতারা যজ্ঞ করার জন্য ব্রহ্মার নির্দেশে বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করেছিলেন।"

শ্লোক ২-৮

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

ইন্দ্রস্ত্রিভুবনৈশ্বর্যমদোল্লঙ্ঘিতসৎপথঃ ।
মরুদ্ভির্বসুভী রুদ্রৈরাদিত্যৈর্ঋভুভির্নৃপ ॥ ২ ॥
বিশ্বেদেবৈশ্চ সাধ্যৈশ্চ নাসত্যাভ্যাং পরিশ্রিতঃ ।
সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈর্মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৩ ॥
বিদ্যাধরাপ্সরোভিশ্চ কিন্নরৈঃ পতগোরগৈঃ ।
নিষেব্যমাণো মঘবান্ স্তূয়মানশ্চ ভারত ॥ ৪ ॥
উপগীয়মানো ললিতমাস্থানাধ্যাসনাশ্রিতঃ ।
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ চন্দ্রমণ্ডলচারুণা ॥ ৫ ॥
যুক্তশ্চান্যৈঃ পারমেষ্ঠ্যৈশ্চামরব্যজনাদিভিঃ ।
বিরাজমানঃ পৌলম্ম্যা সহার্ধাসনয়া ভৃশম্ ॥ ৬ ॥

স যদা পরমাচার্যং দেবানামাত্মনশ্চ হ ।
নাভ্যনন্দত সম্প্রাপ্তং প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ ॥ ৭ ॥
বাচস্পতিং মুনিবরং সুরাসুরনমস্কৃতম্ ।
নোচ্চচালাসনাদিন্দ্রঃ পশ্যন্নপি সভাগতম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **ত্রিভুবন-ঐশ্বর্য**—ত্রিভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্য লাভের ফলে; **মদ**—গর্বিত হয়ে; **উল্লঙ্ঘিত**—লঙ্ঘন করেছিলেন; **সৎ-পথঃ**—বৈদিক সংস্কৃতির মার্গ; **মরুদ্ভিঃ**—মরুৎ নামক বায়ুর দেবতাগণ দ্বারা; **বসুভিঃ**—অষ্টবসুর দ্বারা; **রুদ্রৈঃ**—একাদশ রুদ্রের দ্বারা; **আদিত্যৈঃ**—আদিত্যদের দ্বারা; **ঋভুভিঃ**—ঋভুগণ দ্বারা; **নৃপ**—হে রাজন্; **বিশ্বেদেবৈঃ চ**—এবং বিশ্বদেবদের দ্বারা; **সাধ্যৈঃ**—সাধ্যদের দ্বারা; **চ**—ও; **নাসত্যাভ্যাম্**—অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারা; **পরিশ্রিতঃ**—পরিবেষ্টিত; **সিদ্ধ**—সিদ্ধ; **চারণ**—চারণ; **গন্ধর্বৈঃ**—এবং গন্ধর্বদের দ্বারা; **মুনিভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—মহাজ্ঞানী ব্রহ্মবাদীদের দ্বারা; **বিদ্যাধর-অপ্সরোভিঃ চ**—এবং বিদ্যাধর ও অপ্সরাদের দ্বারা; **কিন্নরৈঃ**—কিন্নরের দ্বারা; **পতগ-উরগৈঃ**—পতগ (পক্ষী) এবং উরগ (সর্প) দ্বারা; **নিষেব্যমাণঃ**—সেবিত হয়ে; **মঘবান্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **স্তূয়মানঃ চ**—এবং বন্দিত হয়ে; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **উপগীয়মানঃ**—যাঁরা তাঁর সম্মুখে গান করছিলেন; **ললিতম্**—অত্যন্ত মধুর স্বরে; **আস্থান**—তাঁর সভায়; **অধ্যাসন-আশ্রিতঃ**—সিংহাসনে উপবিষ্ট; **পাণ্ডুরেণ**—শুভ্র; **আতপত্রেণ**—ছত্রের দ্বারা; **চন্দ্র-মণ্ডল-চারুণা**—চন্দ্রমণ্ডলের মতো সুন্দর; **যুক্তঃ**—যুক্ত; **চ অন্যৈঃ**—এবং অন্যদের দ্বারা **পারমেষ্ঠ্যৈঃ**—মহান রাজার লক্ষণ; **চামর**—চামরের দ্বারা; **ব্যজন-আদিভিঃ**—ব্যজন ইত্যাদি সামগ্রী; **বিরাজমানঃ**—বিরাজমান; **পৌলম্যা**—তাঁর পত্নী শচীদেবী; **সহ**—সঙ্গে; **অর্ধ-আসনয়া**—যিনি সিংহাসনের অর্ধভাগ অধিকার করেছিলেন; **ভৃষম্**—অত্যন্ত; **সঃ**—তিনি (ইন্দ্র); **যদা**—যখন; **পরম-আচার্যম্**—পরম গুরু; **দেবানাম্**—সমস্ত দেবতাদের; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **চ**—এবং; **হ**—বস্তুত; **ন**—না; **অভ্যনন্দত**—অভিনন্দন; **সম্প্রাপ্তম্**—সভায় আবির্ভূত হয়ে; **প্রত্যুত্থান**—সিংহাসন থেকে উঠে; **আসন-আদিভিঃ**—আসন আদি অভ্যর্থনার অন্যান্য সামগ্রীর দ্বারা; **বাচস্পতিম্**—দেবগুরু বৃহস্পতিকে; **মুনি-বরম্**—সমস্ত ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **সুর-অসুর-নমস্কৃতম্**—যিনি দেবতা এবং অসুর উভয়ের দ্বারাই সম্মানিত; **ন**—না; **উচ্চচাল**—উঠে দাঁড়িয়ে; **আসনাৎ**—সিংহাসন থেকে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **পশ্যন্ অপি**—দর্শন করা সত্ত্বেও; **সভা-আগতম্**—সভায় প্রবেশ করতে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য লাভে মদমত্ত হয়ে বৈদিক সদাচার লঙ্ঘন করেছিলেন। তিনি মরুদগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, ঋভুগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব এবং ব্রহ্মবাদী মুনিগণ কর্তৃক পরিবৃত হয়ে সভামণ্ডলে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বিদ্যাধর, অপ্সরা, কিন্নর, পতগ ও উরগেরা তাঁর সেবা এবং স্তব করছিলেন, এবং অপ্সরা ও গন্ধর্বেরা তাঁর সম্মুখে অতি মধুর স্বরে গান করছিলেন। পূর্ণ চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল শ্বেত ছত্র ইন্দ্রের মস্তকের উপর শোভা পাচ্ছিল এবং চামর, ব্যজন প্রভৃতি মহারাজ চক্রবর্তীর চিহ্নসমূহ সমন্বিত হয়ে ইন্দ্র তাঁর পত্নী শচীদেবী সহ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন; তখন মহর্ষি বৃহস্পতি সেই সভায় এসে উপস্থিত হন। মুনিশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি ইন্দ্র এবং দেবতাদের গুরুদেব, এবং তিনি সুর ও অসুর সকলেরই সম্মানিত। কিন্তু ইন্দ্র তাঁর গুরুদেবকে দর্শন করা সত্ত্বেও তাঁর আসন থেকে উঠে অভ্যর্থনা করলেন না অথবা তাঁর গুরুদেবকে আসন প্রদান করলেন না। এইভাবে ইন্দ্র তাঁকে কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করলেন না।

শ্লোক ৯

ততো নির্গত্য সহসা কবিরাঙ্গিরসঃ প্রভুঃ ।
আযযৌ স্বগৃহং তূষ্ণীং বিদ্বান্ শ্রীমদবিক্রিয়াম্ ॥ ৯ ॥

ততঃ—তারপর; **নির্গত্য**—বেরিয়ে গিয়ে; **সহসা**—হঠাৎ; **কবিঃ**—মহাজ্ঞানী ঋষি; **আঙ্গিরসঃ**—বৃহস্পতি; **প্রভুঃ**—দেবতাদের পতি; **আযযৌ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **স্বগৃহম্**—তাঁর গৃহে; **তূষ্ণীম্**—মৌনভাবে; **বিদ্বান্**—জেনে; **শ্রী-মদ-বিক্রিয়াম্**—ঐশ্বর্যগর্বে বিকারগ্রস্ত।

অনুবাদ

ভবিষ্যতে কি হবে বৃহস্পতি তা সবই জানতেন। ইন্দ্রের এই অসদ্ব্যবহার দর্শন করে তিনি বুঝতে পারলেন যে, ইন্দ্র তার ঐশ্বর্য মদে মত্ত হয়েছে। যদিও তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিতে সমর্থ ছিলেন তবুও তিনি তা করেননি। তিনি মৌনভাবে সভা ত্যাগ করে তাঁর নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ১০

তর্হ্যেব প্রতিবুধ্যেন্দ্রো গুরুহেলনমাত্মনঃ ।
গর্হয়ামাস সদসি স্বয়মাত্মানমাত্মনা ॥ ১০ ॥

তর্হি—তৎক্ষণাৎ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **প্রতিবুধ্য**—বুঝতে পেরে; **ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্র; **গুরু-হেলনম্**—শ্রীগুরুদেবের অবহেলা; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **গর্হয়াম্ আস**—নিন্দা করেছিলেন; **সদসি**—সেই সভায়; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আত্মানম্**—নিজের; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি যে তাঁর গুরুদেবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন সেই কথা বুঝতে পেরে, তিনি সেই সভায় উপস্থিত সকলের সামনেই নিজের নিন্দা করতে লাগলেন।

শ্লোক ১১

অহো বত ময়াসাধু কৃতং বৈ দভ্রবুদ্ধিনা ।
যন্ময়ৈশ্বর্যমত্তেন গুরুঃ সদসি কাৎকৃতঃ ॥ ১১ ॥

অহো—হায়; **বত**—বস্তুতপক্ষে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অসাধু**—অশ্রদ্ধাপূর্ণ; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **দভ্র-বুদ্ধিনা**—অল্প বুদ্ধির হওয়ার ফলে; **যৎ**—যেহেতু; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ঐশ্বর্য-মত্তেন**—জড় ঐশ্বর্যের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে; **গুরুঃ**—গুরুদেব; **সদসি**—এই সভায়; **কাৎ-কৃতঃ**—দুর্ব্যবহার করেছি।

অনুবাদ

হায়, জড় ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত হয়ে, অল্পবুদ্ধিবশত আমি কি শোচনীয় অন্যায় করেছি। সভায় সমাগত গুরুদেবকে অভ্যর্থনা না করে, আমি তাঁকে অপমান করেছি।

শ্লোক ১২

কো গৃধ্যেৎ পণ্ডিতো লক্ষ্মীং ত্রিপিষ্টপপতেরপি ।
যয়াহমাসুরং ভাবং নীতোঽদ্য বিবুধেশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

কঃ—কে; **গৃধ্যেৎ**—গ্রহণ করবে; **পণ্ডিতঃ**—বিদ্বান ব্যক্তি; **লক্ষ্মীম্**—ঐশ্বর্য; **ত্রি-পিষ্ট-প-পতেঃ অপি**—যদিও আমি দেবতাদের রাজা; **যয়া**—যার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **আসুরম্**—আসুরিক; **ভাবম্**—মনোভাব; **নীতঃ**—বহন করে; **অদ্য**—এখন; **বিবুধ**—সাত্ত্বিক প্রকৃতির দেবতাদের; **ঈশ্বরঃ**—রাজা।

অনুবাদ

যদিও আমি সাত্ত্বিক প্রকৃতি দেবতাদের রাজা, তবুও আমি সামান্য ধনমদে মত্ত হয়ে অহঙ্কারের দ্বারা কলুষিত হয়েছি। এই জগতে এই ধন-ঐশ্বর্য কে গ্রহণ করতে চায়, যার ফলে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে? হায়! আমার এই ঐশ্বর্যকে ধিক্।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, *ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে*—"হে ভগবান, আমি ধন চাই না, বহুসংখ্যক অনুগামী চাই না যারা আমাকে তাদের নেতা বলে গ্রহণ করবে, এবং আমি সুন্দরী রমণীও কামনা করি না।" *মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*—"আমি মুক্তিও চাই না। আমি কেবল চাই, জন্ম-জন্মান্তরে আমি যেন আপনার বিশ্বস্ত সেবকের মতো সেবা করতে পারি।" প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, কেউ যখন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী হয়, তখন তার অধঃপতন হয় এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই তা সত্য। দেবতারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, কিন্তু কখনও কখনও দেবতাদের রাজা ইন্দ্রও তাঁর ঐশ্বর্যের ফলে অধঃপতিত হন। এখন আমরা আমেরিকাতেও তা দেখতে পাচ্ছি। আমেরিকা আদর্শ মানুষ তৈরি করার চেষ্টা না করে জড় উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছে। তার ফলে আমেরিকান সমাজে আজ অপরাধ এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সারা আমেরিকা এখন ভাবছে, এই প্রকার অরাজকতা এবং অনাচারের সৃষ্টি হল কি করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/৩১) বলা হয়েছে, *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—যারা অজ্ঞান তারা জানে না যে, জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। তাই, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে যারা তথাকথিত জড় সুখ ভোগ করতে চায় এবং সুরা ও সুন্দরীর প্রতি আসক্ত হয়, সেই সমাজের মানুষেরা সব চাইতে জঘন্য স্তরের প্রাণীতে পরিণত হয়। সেই সমাজের মানুষদের বলা হয়, অবাঞ্ছিত বা বর্ণসঙ্কর। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, সমাজে যখন বর্ণসঙ্কর হয়, তখন সেখানে এক নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমেরিকান সমাজে আজ সেই অবস্থা হয়েছে।

সৌভাগ্যবশত, হরেকৃষ্ণ আন্দোলন আমেরিকায় এসেছে এবং বহু ভাগ্যবান যুবকেরা নিষ্ঠা সহকারে এই আন্দোলনকে গ্রহণ করেছে, যার ফলে সর্বোচ্চ স্তরের চরিত্র সমন্বিত আদর্শ পুরুষ সৃষ্টি হচ্ছে, যারা সর্বতোভাবে আমিষ আহার, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, নেশা এবং দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করছে। আমেরিকার মানুষেরা যদি সত্যি সত্যিই তাদের দেশের অত্যন্ত অধঃপতিত অপরাধপূর্ণ পরিস্থিতি সংশোধন করতে চায়, তা হলে তাদের অবশ্যই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন গ্রহণ করতে হবে এবং *ভগবদ্গীতায়* যেই প্রকার মানব-সমাজের উপদেশ দেওয়া হয়েছে (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*), সেই প্রকার সমাজ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে। সমাজকে প্রথম শ্রেণীর মানুষ, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ, তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ এবং চতুর্থ শ্রেণীর মানুষের গোষ্ঠীতে বিভক্ত করতে হবে। যেহেতু তারা এখন কেবল চতুর্থ শ্রেণীর থেকেও নিম্নস্তরের মানুষ সৃষ্টি করছে, তাই কিভাবে তারা ভয়ঙ্কর অপরাধপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে সমাজকে রক্ষা করবে? বহুকাল পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর গুরুদেব বৃহস্পতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের জন্য অনুতাপ করেছিলেন। তেমনই, আমেরিকাবাসীদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তারা যেন তাদের সমাজের ভ্রান্ত উন্নতির জন্য অনুশোচনা করতে শুরু করে। তাদের কর্তব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্গুরুর উপদেশ গ্রহণ করা। তা যদি তারা করে, তা হলে তারা সুখী হবে এবং তাদের দেশ এক আদর্শ দেশে পরিণত হয়ে সারা পৃথিবীকে নেতৃত্ব প্রদান করবে।

শ্লোক ১৩

যঃ পারমেষ্ঠ্যং ধিষণমধিতিষ্ঠন্ ন কঞ্চন ।
প্রত্যুত্তিষ্ঠেদিতি ব্রূয়ুর্ধর্মং তে ন পরং বিদুঃ ॥ ১৩ ॥

যঃ—যিনি; **পারমেষ্ঠ্যম্**—রাজকীয়; **ধিষণম্**—সিংহাসন; **অধিতিষ্ঠন্**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **ন**—না; **কঞ্চন**—কারও; **প্রত্যুত্তিষ্ঠেৎ**—উঠে দাঁড়ায়; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রূয়ুঃ**—যাঁরা বলেন; **ধর্মম্**—ধর্মনীতি; **তে**—তারা; **ন**—না; **পরম্**—উৎকৃষ্ট; **বিদুঃ**—জানে।

অনুবাদ

যদি কেউ বলে, "রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে অন্য রাজা অথবা ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াতে হবে না," বুঝতে হবে যে, সেই ব্যক্তি ধর্মের নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যখন কোন রাজা বা রাষ্ট্রপতি তাঁর সিংহাসনে আসীন থাকেন, তখন তাঁকে সেই সভায় আগত প্রতিটি ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় না, কিন্তু যখন তাঁর গুরুদেব, ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণব আসেন, তখন তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করা তাঁর অবশ্য কর্তব্য। তাঁর কিভাবে আচরণ করা উচিত, তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন সৌভাগ্যবশত তাঁর সভায় নারদ মুনির আগমন হয়, এবং সম্মান প্রদর্শন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সভাসদ এবং মন্ত্রীগণ সহ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নারদ মুনিকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছিলেন। নারদ মুনি জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, নারদ মুনি হচ্ছেন তাঁর ভক্ত, কিন্তু যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং নারদ মুনি তাঁর ভক্ত, তবুও ভগবান এই ধার্মিক সদাচার পালন করেছিলেন। নারদ মুনি যেহেতু ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ এবং মহান ভক্ত, তাই শ্রীকৃষ্ণও রাজারূপে আচরণ করার সময়, নারদ মুনিকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। বৈদিক সভ্যতায় এই প্রকার আচরণ দেখা যায়। যে সভ্যতায় মানুষ জানে না যে নারদ মুনি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিদের কিভাবে সৎকার করতে হয়, কিভাবে সমাজ গঠন করতে হয় এবং কিভাবে কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করতে হয়, সেই সভ্যতা যতই বড় বড় বাড়ি আর গাড়ি তৈরি করুক এবং যান্ত্রিক প্রগতিতে যতই উন্নত হোক না কেন, সেই সভ্যতা মানব-সভ্যতা নয়। মানব-সভ্যতার উন্নতি তখনই হয়, যখন মানুষ *চাতুর্বর্ণ্য* অর্থাৎ চারটি বর্ণে বিভক্ত করে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সমাজকে গড়ে তোলে। সমাজে অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর আদর্শ মানুষের প্রয়োজন, যাঁরা উপদেষ্টারূপে কার্য করবে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ যারা প্রশাসকরূপে কার্য করবে, তৃতীয় শ্রেণীর মানুষেরা, যারা খাদ্যশস্য উৎপাদন ও গোরক্ষা করবে এবং চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ যারা সমাজের তিনটি উচ্চ বর্ণের নির্দেশ অনুসারে কার্যরত থাকবে। যে সমাজ এই আদর্শ পন্থা মানে না, সেই সমাজ পঞ্চম স্তরের বা সর্বনিকৃষ্ট স্তরের মানুষদের সমাজ। বৈদিক বিধিবিধান-বিহীন সমাজ মানবতার জন্য একটুও সহায়ক হবে না। সেই সম্বন্ধে এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *ধর্মং তে ন পরং বিদুঃ*—সেই সমাজ জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে এবং ধর্মের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ।

শ্লোক ১৪

তেষাং কুপথদেষ্টৃণাং পততাং তমসি হ্যধঃ ।
যে শ্রদ্দধ্যুর্বচস্তে বৈ মজ্জন্ত্যশ্মপ্লবা ইব ॥ ১৪ ॥

তেষাম্—তাদের (অসৎ নেতাদের); **কু-পথ-দেষ্টৃণাম্**—যারা কুপথ প্রদর্শন করে; **পততাম্**—তারা স্বয়ং পতিত হয়; **তমসি**—অন্ধকারে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অধঃ**—নিম্নে; **যে**—যে; **শ্রদ্দধ্যুঃ**—শ্রদ্ধা স্থাপন করে; **বচঃ**—বাণীতে; **তে**—তাদের; **বৈ**—নিঃসন্দেহে; **মজ্জন্তি**—নিমজ্জিত হয়; **অশ্মপ্লবা**—পাথরের তৈরি নৌকা; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

যে সমস্ত নেতারা অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত হয়েছে এবং যারা (পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত) ধ্বংসের পথ প্রদর্শন করে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে পাথরের তৈরি নৌকায় করে সমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টা করছে। যারা অন্ধের মতো তাদের অনুসরণ করে, তারাও অচিরেই তাদের সঙ্গে নিমজ্জিত হবে, তেমনি যারা মানুষকে কুপথে পরিচালিত করে, তারা নরকগামী হয়, তাদের অনুগামীরাও তাদের সঙ্গে নরকে যায়।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২০/১৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ॥

বদ্ধ জীব আমরা, অজ্ঞানের সমুদ্রে পতিত হয়েছি, কিন্তু সৌভাগ্যবশত মনুষ্য-শরীর লাভ করার ফলে, আমরা সেই সমুদ্র পার হওয়ার একটি অতি সুন্দর সুযোগ লাভ করেছি, কারণ মনুষ্য-শরীর একটি অতি সুন্দর তরণীর মতো। সেই তরণী যখন শ্রীগুরুদেবরূপ কর্ণধারের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন আমরা অনায়াসেই এই ভবসমুদ্র পার হতে পারি। অধিকন্তু, বৈদিক জ্ঞানরূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা এই নৌকাটি চালিত হয়। ভবসমুদ্র পার হওয়ার এই অপূর্ব সুন্দর সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি তার সদ্ব্যবহার না করে, তা হলে সে অবশ্যই আত্মঘাতী।

যে পাথরের তৈরি নৌকায় চড়ে, তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। সিদ্ধ অবস্থার স্তরে উন্নীত হতে হলে, মানুষকে সর্বপ্রথমে পাথরের নৌকায় চড়তে সাহায্য করে যে সমস্ত নেতা, তাদের ত্যাগ করতে হবে। সমগ্র মানব-সমাজে এমন একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, তাকে উদ্ধার করতে হলে *বেদের* আদর্শ উপদেশ অবশ্যই পালন করতে হবে। এই সমস্ত উপদেশের সার *ভগবদ্গীতা* রূপে প্রকাশিত হয়েছে। অন্য কোন উপদেশ গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই, কারণ

ভগবদ্গীতা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করার উপদেশ প্রত্যক্ষভাবে প্রদান করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"অন্য সমস্ত তথাকথিত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার নাও করে, তবুও তাঁর উপদেশ এমনই মহৎ এবং সমগ্র মানব-সমাজের জন্য লাভদায়ক যে, কেউ যদি তাঁর সেই উপদেশগুলি পালন করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই উদ্ধার লাভ করবেন। তা না হলে কপট ধ্যানের পন্থা এবং যোগের কসরতের দ্বারা মানুষ প্রতারিত হবে। তার ফলে তারা পাষাণের তরণীতে আরোহণ করে অন্য সমস্ত যাত্রীদের সঙ্গে নিমজ্জিত হবে। দুর্ভাগ্যবশত, আমেরিকাবাসীরা যদিও তাদের জড়-জাগতিক সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে, তারা কখনও কখনও সেই পাথরের তরণী যারা তৈরি করে, তাদেরই সমর্থন করছে। তার ফলে তাদের কোন লাভ হবে না। তাদের অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে নৌকা দান করেছেন, সেটিতেই চড়তে হবে। তা হলে তারা অনায়াসেই রক্ষা পাবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—*অশ্মময়ঃ প্লবো যেষাং তে যথা মজ্জন্তং প্লবমনুমজ্জন্তি তথেতি রাজনীত্যুপদেষ্টৃষু স্বসভ্যেষু কোপো ব্যঞ্জিতঃ* । সমাজ যদি রাজনৈতিক কূটনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়, যেখানে একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করে, তা হলে তা পাষাণের তরণীর মতোই অচিরে নিমজ্জিত হবে। রাজনৈতিক প্রচেষ্টার দ্বারা এবং কূটনীতির দ্বারা মানব-সমাজের উদ্ধার সাধন কখনও সম্ভব হবে না। মানুষকে তাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য, ভগবানকে জানার জন্য এবং মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

শ্লোক ১৫

অথাহমমরাচার্যমগাধধিষণং দ্বিজম্ ।
প্রসাদয়িষ্যে নিশঠঃ শীর্ষ্ণা তচ্চরণং স্পৃশন্ ॥ ১৫ ॥

অথ—অতএব; **অহম্**—আমি; **অমর-আচার্যম্**—দেবতাদের গুরু; **অগাধ-ধিষণম্**—যাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান অত্যন্ত গভীর; **দ্বিজম্**—আদর্শ ব্রাহ্মণ; **প্রসাদয়িষ্যে**—প্রসন্নতা বিধান করব; **নিশঠঃ**—নিষ্কপটে; **শীর্ষ্ণা**—আমার মস্তকের দ্বারা; **তৎ-চরণম্**—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—তাই আমি এখন সরলভাবে নিষ্কপটে দেবগুরু বৃহস্পতির চরণকমলে আমার মস্তক অবনত করব, কারণ তিনি সমস্ত জ্ঞান পূর্ণরূপে আহরণ করেছেন এবং তিনি হচ্ছেন সর্বতোভাবে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ। আমি আমার মস্তকের দ্বারা তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করব।

তাৎপর্য

ইন্দ্র যখন প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন, তখন তিনি যে তাঁর গুরুদেব বৃহস্পতির নিষ্ঠাবান শিষ্য ছিলেন না, তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি স্থির করেছিলেন যে, এখন থেকে তিনি *নিশঠ* বা নিষ্কপট হবেন। *নিশঠঃ শীর্ষ্ণা তচ্চরণং স্পৃশন্*—তিনি স্থির করেছিলেন যে, তাঁর মস্তকের দ্বারা তিনি তাঁর গুরুদেবের চরণকমল স্পর্শ করবেন। এই দৃষ্টান্তটি থেকে আমাদের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করা উচিত—

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি ।

"শ্রীগুরুদেবের কৃপার ফলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায়। গুরুদেব যদি অপ্রসন্ন হন, তা হলে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব হয় না।" শিষ্যের কখনও শ্রীগুরুদেবের প্রতি কপট এবং মিথ্যাচারী হওয়া উচিত নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৭/২৭) শ্রীগুরুদেবকে *আচার্য* বলা হয়েছে। *আচার্যং মাং বিজানীয়ান্*—ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে, শ্রীগুরুদেবকে ভগবান বলেই মনে করা উচিত। *নাবমন্যেত কর্হিচিৎ*—কখনও আচার্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত নয়। *ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত*—আচার্যকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। নিকট সান্নিধ্যের ফলে কখনও কখনও অশ্রদ্ধার উদয় হতে পারে, তাই গুরুদেবের সঙ্গে আচরণের সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। *অগাধ-ধিষণং দ্বিজম্*—আচার্য হচ্ছেন আদর্শ ব্রাহ্মণ এবং তাঁর শিষ্যকে পরিচালনা করার ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধিমত্তা অসীম। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) উপদেশ দিয়েছেন—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে তত্ত্বদ্রষ্টা

পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।" সর্বতোভাবে শ্রীগুরুর শরণাগত হওয়া উচিত এবং সেবার দ্বারা তাঁর প্রসন্নতা বিধানের মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা উচিত।

শ্লোক ১৬

এবং চিন্তয়তস্তস্য মঘোনো ভগবান্ গৃহাৎ ।
বৃহস্পতির্গতোঽদৃষ্টাং গতিমধ্যাত্মমায়য়া ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **চিন্তয়তঃ**—যখন গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন; **তস্য**—তিনি; **মঘোনঃ**—ইন্দ্র; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **গৃহাৎ**—তাঁর গৃহ থেকে; **বৃহস্পতিঃ**—বৃহস্পতি; **গতঃ**—চলে গিয়েছিলেন; **অদৃষ্টাম্**—অদৃশ্য; **গতিম্**—অবস্থায়; **অধ্যাত্ম**—আধ্যাত্মিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত হওয়ার ফলে; **মায়য়া**—তাঁর শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র যখন এইভাবে তাঁর নিজের সভায় চিন্তা করছিলেন এবং অনুতাপ করছিলেন, তখন পরম শক্তিমান গুরু বৃহস্পতি তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে, তাঁর গৃহ ত্যাগ করে তাঁর আত্মমায়ার দ্বারা অদৃশ্য হয়েছিলেন, কারণ বৃহস্পতি আধ্যাত্মিক চেতনায় দেবরাজ ইন্দ্রের থেকে অনেক উন্নত ছিলেন।

শ্লোক ১৭

গুরোর্নাধিগতঃ সংজ্ঞাং পরীক্ষন্ ভগবান্ স্বরাট্ ।
ধ্যায়ন্ ধিয়া সুরৈর্যুক্তঃ শর্ম নালভতাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥

গুরোঃ—তাঁর গুরুদেবের; **ন**—না; **অধিগতঃ**—খুঁজে পেয়ে; **সংজ্ঞাম্**—চিহ্ন; **পরীক্ষন্**—সর্বত্র প্রবলভাবে অন্বেষণ করে; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী ইন্দ্র; **স্বরাট্**—স্বতন্ত্র; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **ধিয়া**—জ্ঞানের দ্বারা; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **যুক্তঃ**—পরিবেষ্টিত; **শর্ম**—শান্তি; **ন**—না; **অলভত**—প্রাপ্ত হয়ে; **আত্মনঃ**—মনের।

অনুবাদ

ইন্দ্র যদিও অন্য দেবতাগণ সহ সর্বত্র বৃহস্পতিকে খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও তাঁকে খুঁজে পেলেন না। তখন ইন্দ্র ভাবলেন, "হায়, আমার গুরুদেব আমার প্রতি

অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এখন আমার সৌভাগ্য লাভের আর কোন উপায় নেই।" ইন্দ্র যদিও দেবতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, তবুও তিনি মানসিক শান্তি পেলেন না।

শ্লোক ১৮

তচ্ছ্রুত্বৈবাসুরাঃ সর্ব আশ্রিত্যৌশনসং মতম্ ।
দেবান্ প্রত্যুদ্যমং চক্রুর্দুর্মদা আততায়িনঃ ॥ ১৮ ॥

তৎ শ্রুত্বা—সেই সংবাদ শ্রবণ করে; **এব**—বস্তুত; **অসুরাঃ**—অসুরেরা; **সর্বে**—সমস্ত; **আশ্রিত্য**—শরণ গ্রহণ করে; **ঔশনসম্**—শুক্রাচার্যের; **মতম্**—উপদেশ; **দেবান্**—দেবতাগণ; **প্রত্যুদ্যমম্**—বিরুদ্ধে আক্রমণ; **চক্রুঃ**—করেছিল; **দুর্মদাঃ**—দুষ্টমতি; **আততায়িনঃ**—যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েছিল।

অনুবাদ

ইন্দ্রের এই দুর্দশার কথা শুনে, দুষ্টমতি অসুরেরা তাদের গুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশ অনুসারে, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

শ্লোক ১৯

তৈর্বিসৃষ্টেষুভিস্তীক্ষ্ণৈর্নির্ভিন্নাঙ্গোরুবাহবঃ ।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ সহেন্দ্রা নতকন্ধরাঃ ॥ ১৯ ॥

তৈঃ—তাদের (অসুরদের) দ্বারা; **বিসৃষ্ট**—নিক্ষিপ্ত; **ইষুভিঃ**—বাণের দ্বারা; **তীক্ষ্ণৈঃ**—অত্যন্ত ধারাল; **নির্ভিন্ন**—ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল; **অঙ্গ**—দেহ; **উরু**—উরু; **বাহবঃ**—এবং বাহু; **ব্রহ্মাণম্**—ব্রহ্মার; **শরণম্**—শরণ; **জগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন; **সহ-ইন্দ্রাঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র সহ; **নত-কন্ধরাঃ**—অবনত মস্তকে।

অনুবাদ

অসুরদের তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে দেবতাদের মস্তক, উরু, বাহু প্রভৃতি অঙ্গ-সমূহ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। তখন ইন্দ্রাদি দেবতারা উপায়ন্তর না দেখে অবনত মস্তকে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

তাংস্তথাভ্যর্দিতান্ বীক্ষ্য ভগবানাত্মভূরজঃ ।
কৃপয়া পরয়া দেব উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ২০ ॥

তান্—তাঁদের (দেবতাদের); **তথা**—সেইভাবে; **অভ্যর্দিতান্**—অসুরদের অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়ে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **আত্ম-ভূঃ**—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা; **অজঃ**—যিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো জন্মগ্রহণ করেননি; **কৃপয়া**—তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **পরয়া**—মহান; **দেবঃ**—ব্রহ্মা; **উবাচ**—বলেছিলেন; **পরিসান্ত্বয়ন্**—তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে।

অনুবাদ

পরম শক্তিমান ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে, অসুরদের বাণের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহে দেবতারা তাঁর কাছে আসছেন, তখন তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের সান্ত্বনা প্রদান করে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২১

শ্রীব্রহ্মোবাচ

অহো বত সুরশ্রেষ্ঠা হ্যভদ্রং বঃ কৃতং মহৎ ।
ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং দান্তমৈশ্বর্যান্নাভ্যনন্দত ॥ ২১ ॥

শ্রীব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **অহো**—আহা; **বত**—অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়; **সুর-শ্রেষ্ঠাঃ**—হে শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ; **হি**—বস্তুত; **অভদ্রম্**—অন্যায়; **বঃ**—তোমাদের দ্বারা; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **মহৎ**—মহান্; **ব্রহ্মিষ্ঠম্**—পরমব্রহ্মে সর্বতোভাবে নিষ্ঠাপরায়ণ ব্যক্তি; **ব্রাহ্মণম্**—ব্রাহ্মণ; **দান্তম্**—যিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে সংযত করেছেন; **ঐশ্বর্যাৎ**—তোমাদের জড় ঐশ্বর্যের ফলে; **ন**—না; **অভ্যনন্দত**—যথাযথভাবে অভ্যর্থনা।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন, হে সুরশ্রেষ্ঠগণ, দুর্ভাগ্যবশত ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে তোমরা তোমাদের সভায় সমাগত বৃহস্পতিকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করনি। যেহেতু তিনি পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে অবগত এবং সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়-দমনশীল, তাই তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ

ব্রাহ্মণ। অতএব এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, তোমরা তাঁর প্রতি এই প্রকার দুর্ব্যবহার করেছ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা বৃহস্পতির ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনি পরম ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন বলে দেবতাদের গুরু ছিলেন। বৃহস্পতি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে সংযত করেছিলেন এবং তাই তিনি ছিলেন সব চাইতে যোগ্য ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণকে, যিনি ছিলেন তাঁদের গুরু, যথাযথভাবে সম্মান না করার জন্য ব্রহ্মা দেবতাদের তিরস্কার করেছিলেন। ব্রহ্মা দেবতাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কোন অবস্থাতেই শ্রীগুরুদেবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত নয়। বৃহস্পতি যখন দেবতাদের সভায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র সহ দেবতারা তাঁকে তেমন গুরুত্ব দেননি। যেহেতু তিনি প্রতিদিনই সভায় আসেন, তাই তাঁরা মনে করেছিলেন যে, তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন বলা হয় যে, অধিক ঘনিষ্ঠতার ফলে ঘৃণার উদ্রেক হয়। বৃহস্পতি তখন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন। তার ফলে ইন্দ্র আদি সমস্ত দেবতারা বৃহস্পতির শ্রীচরণে অপরাধী হন, এবং সেই কথা অবগত হয়ে ব্রহ্মা তাঁদের এই অবজ্ঞার জন্য তিরস্কার করেছিলেন। আমরা প্রতিদিন শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের একটি গান গাই, *চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই*—শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে আধ্যাত্মিক চক্ষু প্রদান করেন এবং তাই শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন জন্ম-জন্মান্তরের প্রভু। কোন অবস্থাতেই শ্রীগুরুদেবের প্রতি অশ্রদ্ধা-পরায়ণ হওয়া উচিত নয়, কিন্তু ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে দেবতারা তাঁদের গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৭/২৭) উপদেশ দেওয়া হয়েছে, *আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ / ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত*—আচার্যকে ভগবান থেকে অভিন্ন জেনে সর্বদা তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতে হয়; কখনও তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয় এবং তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়।

শ্লোক ২২

তস্যায়মনয়স্যাসীৎ পরেভ্যো বঃ পরাভবঃ ।
প্রক্ষীণেভ্যঃ স্ববৈরিভ্যঃ সমৃদ্ধানাং চ যৎ সুরাঃ ॥ ২২ ॥

তস্য—সেই; **অয়ম্**—এই; **অনয়স্য**—তোমাদের অকৃতজ্ঞতার ফলে; **আসীৎ**—ছিল; **পরেভ্যঃ**—অন্যদের দ্বারা; **বঃ**—তোমাদের সকলের; **পরাভবঃ**—পরাজয়; **প্রক্ষীণেভ্যঃ**—তারা দুর্বল হলেও; **স্ব-বৈরিভ্যঃ**—তোমাদের শত্রুদের দ্বারা, যাদের তোমরা পূর্বে পরাজিত করেছিলে; **সমৃদ্ধানাম্**—তোমরা অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী হয়ে; **চ**—এবং; **যৎ**—যা; **সুরাঃ**—হে দেবতাগণ।

অনুবাদ

হে দেবতাগণ, বৃহস্পতির প্রতি তোমাদের অন্যায় আচরণের ফলেই তোমরা অসুরদের দ্বারা পরাজিত হয়েছ। অসুরেরা তোমাদের থেকে দুর্বল, পূর্বে তারা কয়েকবার তোমাদের কাছে পরাজিত হয়েছে, তা হলে তোমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছে পরাজিত হলে কেন?

তাৎপর্য

দেবতাদের সঙ্গে প্রায়ই অসুরদের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে অসুরেরা সর্বদা পরাজিত হয়, কিন্তু এইবার দেবতারা পরাজিত হলেন। কেন? তার কারণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—দেবতারা যেহেতু তাঁদের গুরুদেবকে অপমান করেছিলেন, তাই অসুরদের কাছে তাঁদের এইভাবে পরাজিত হতে হয়েছিল। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন শ্রদ্ধেয় গুরুজনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে, তখন তার আয়ু এবং পুণ্য ক্ষয় হয় এবং তার ফলে তার অধঃপতন হয়।

শ্লোক ২৩

মঘবন্ দ্বিষতঃ পশ্য প্রক্ষীণান্ গুর্বতিক্রমাৎ ।
সম্প্রত্যুপচিতান্ ভূয়ঃ কাব্যমারাধ্য ভক্তিতঃ ।
আদদীরন্ নিলয়নং মমাপি ভৃগুদেবতাঃ ॥ ২৩ ॥

মঘবন্—হে ইন্দ্র; **দ্বিষতঃ**—তোমার শত্রু; **পশ্য**—দেখ; **প্রক্ষীণান্**—(পূর্বে) দুর্বল ছিল; **গুরু-অতিক্রমাৎ**—তাদের গুরু শুক্রাচার্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার ফলে; **সম্প্রতি**—এখন; **উপচিতান্**—শক্তিশালী; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **কাব্যম্**—তাদের গুরুদেব শুক্রাচার্য; **আরাধ্য**—পূজা করে; **ভক্তিতঃ**—গভীর ভক্তি সহকারে; **আদদীরন্**—নিয়ে নিতে পারে; **নিলয়নম্**—বাসস্থান, সত্যলোক; **মম**—আমার; **অপি**—ও; **ভৃগু-দেবতাঃ**—ভৃগুর শিষ্য শুক্রাচার্যের মহান ভক্ত।

অনুবাদ

হে ইন্দ্র, পূর্বে তোমার শত্রু দৈত্যরা তাদের গুরু শুক্রাচার্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার ফলে দুর্বল হয়েছিল, কিন্তু এখন গভীর ভক্তি সহকারে শুক্রাচার্যের আরাধনা করার ফলে, তারা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছে। শুক্রাচার্যের প্রতি তাদের ভক্তির বলে তারা এতই শক্তিশালী হয়েছে যে, এখন তারা আমার ধামও অনায়াসে অধিকার করে নিতে পারে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা দেবতাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, গুরুর বলে এই জগতে সব চাইতে শক্তিশালী হওয়া যায়, আবার গুরুর অপ্রসন্নতার ফলে মানুষ সব কিছু হারাতে পারে। সেই কথা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের গুর্বষ্টকে প্রতিপন্ন হয়েছে—

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি ।

"শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ হয়। গুরুদেবের কৃপা না হলে কোন রকম উন্নতি লাভ হয় না।" যদিও অসুরেরা ব্রহ্মার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য, তবুও তাদের গুরুর বলে তারা এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, তারা ব্রহ্মার কাছ থেকে সত্যলোক পর্যন্ত অধিকার করে নিতে পারত। তাই আমরা শ্রীগুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করি—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় মূকও শ্রেষ্ঠ বক্তায় পরিণত হতে পারে এবং পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করতে পারে। অতএব কেউ যদি তাঁর জীবন সার্থক করতে চান, তা হলে ব্রহ্মার উপদেশ অনুসারে তাঁর এই শাস্ত্র-নির্দেশটি মনে রাখা উচিত।

শ্লোক ২৪

ত্রিপিষ্টপং কিং গণয়ন্ত্যভেদ্য-
মন্ত্রা ভৃগূণামনুশিক্ষিতার্থাঃ ।
ন বিপ্রগোবিন্দগবীশ্বরাণাং
ভবন্ত্যভদ্রাণি নরেশ্বরাণাম্ ॥ ২৪ ॥

ত্রি-পিষ্টপম্—ব্রহ্মা সহ সমস্ত দেবতারা; **কিম্**—কি; **গণয়ন্তি**—গণনা করে; **অভেদ্য-মন্ত্রাঃ**—গুরুদেবের আদেশ পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; **ভৃগূণাম্**—শুক্রাচার্যের মতো ভৃগুমুনির শিষ্যদের; **অনুশিক্ষিত-অর্থাঃ**—নির্দেশ পালনে যত্নশীল; **ন**—না; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণ; **গোবিন্দ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **গো**—গাভী; **ঈশ্বরাণাম্**—পূজনীয় ব্যক্তিদের; **ভবন্তি**—হয়; **অভদ্রাণি**—দুর্ভাগ্য; **নর-ঈশ্বরাণাম্**—অথবা যে সমস্ত রাজারা এই নিয়ম পালন করেন।

অনুবাদ

শুক্রাচার্যের শিষ্য অসুরেরা তাদের গুরুর নির্দেশ পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার ফলে, দেবতাদের গণনাই করছে না। প্রকৃতপক্ষে, রাজা অথবা অন্যান্য যে সমস্ত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ, গাভী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাপরায়ণ এবং যাঁরা সর্বদা এই তিনের পূজা করেন, তাঁদের কখনও অমঙ্গল হয় না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার উপদেশ থেকে বোঝা যায় যে, সকলেরই গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান এবং গাভীর পূজা করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবান *গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ*—তিনি সর্বদা গাভী এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ। তাই যিনি গোবিন্দের পূজা করেন, তাঁর কর্তব্য ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের পূজা করে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করা। সরকার যদি ব্রাহ্মণ, গাভী এবং গোবিন্দের পূজা করে, তা হলে কোথাও তাদের পরাজয় বরণ করতে হবে না; তা না হলে সেই সরকারের সর্বত্রই পরাজয় হবে এবং সর্বত্রই নিন্দিত হতে হবে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর সব কয়টি সরকারই ব্রাহ্মণ, গাভী এবং গোবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এবং তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রবল অরাজকতা দেখা দিয়েছে। মূল কথা হচ্ছে যে, দেবতারা যদিও অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ঐশ্বর্যশালী, তবুও অসুরেরা তাঁদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিল, কারণ দেবতারা তাঁদের গুরু ব্রাহ্মণ বৃহস্পতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

তদ্ বিশ্বরূপং ভজতাশু বিপ্রং
তপস্বিনং ত্বাষ্ট্রমথাত্মবন্তম্ ।
সভাজিতোঽর্থান্ স বিধাস্যতে বো
যদি ক্ষমিষ্যধ্বমুতাস্য কর্ম ॥ ২৫ ॥

তৎ—অতএব; **বিশ্বরূপম্**—বিশ্বরূপকে; **ভজত**—গুরুরূপে পূজা কর; **আশু**—শীঘ্রই; **বিপ্রম্**—যিনি হচ্ছেন একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ; **তপস্বিনম্**—যিনি কঠোর তপস্যা করেছেন; **ত্বাষ্ট্রম্**—ত্বষ্টার পুত্র; **অথ**—এবং; **আত্ম-বন্তম্**—অত্যন্ত স্বতন্ত্র; **সভাজিতঃ**—পূজ্য; **অর্থান্**—স্বার্থ; **সঃ**—তিনি; **বিধাস্যতে**—সম্পাদন করবেন; **বঃ**—তোমাদের সকলের; **যদি**—যদি; **ক্ষমিষ্যধ্বম্**—তোমরা সহ্য কর; **উত**—বস্তুতপক্ষে; **অস্য**—তাঁর; **কর্ম**—কার্যকলাপ (দৈত্যদের সহায়তা করার)।

অনুবাদ

হে দেবতাগণ, ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে তোমাদের গুরুরূপে বরণ কর। তিনি একজন শুদ্ধ, তপস্বী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ব্রাহ্মণ। তোমরা যদি অসুরদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত সহ্য করে তাঁর ভজনা কর, তা হলে তিনি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করবেন।

তাৎপর্য

ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ যদিও সর্বদা অসুরদের পক্ষপাতিত্ব করতেন, তবুও ব্রহ্মা দেবতাদের উপদেশ দিয়েছিলেন বিশ্বরূপকে তাঁদের গুরুরূপে বরণ করতে।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

ত এবমুদিতা রাজন্ ব্রহ্মণা বিগতজ্বরাঃ ।
ঋষিং ত্বাষ্ট্রমুপব্রজ্য পরিষ্বজ্যেদমব্রুবন্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তে**—সমস্ত দেবতারা; **এবম্**—এইভাবে; **উদিতাঃ**—উপদিষ্ট হয়ে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **বিগত-জ্বরাঃ**—অসুরজনিত সন্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে; **ঋষিম্**—মহান ঋষি; **ত্বাষ্ট্রম্**—ত্বষ্টার পুত্রের কাছে; **উপব্রজ্য**—গিয়ে; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **ইদম্**—এই; **অব্রুবন্**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে এবং তাঁদের উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে, সমস্ত দেবতারা ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের কাছে গিয়েছিলেন, এবং তাঁকে আলিঙ্গন করে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ২৭

শ্রীদেবা ঊচুঃ

বয়ং তেঽতিথয়ঃ প্রাপ্তা আশ্রমং ভদ্রমস্তু তে ।
কামঃ সম্পাদ্যতাং তাত পিতৃণাং সময়োচিতঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীদেবাঃ ঊচুঃ—দেবতারা বললেন; **বয়ম্**—আমরা; **তে**—তোমার; **অতিথয়ঃ**—অতিথি; **প্রাপ্তাঃ**—উপস্থিত হয়েছি; **আশ্রমম্**—তোমার আশ্রমে; **ভদ্রম্**—কল্যাণ; **অস্তু**—হোক; **তে**—তোমার; **কামঃ**—বাসনা; **সম্পাদ্যতাম্**—পূর্ণ হোক; **তাত**—হে পুত্র; **পিতৃণাম্**—তোমার পিতৃসদৃশ; **সময়োচিতঃ**—এই সময়ের উপযুক্ত।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন, হে বিশ্বরূপ, তোমার মঙ্গল হোক। আমরা দেবতারা তোমার আশ্রমে অতিথিরূপে এসেছি। আমরা তোমার পিতৃতুল্য, তাই আমাদের সময়োচিত বাসনা পূর্ণ কর।

শ্লোক ২৮

পুত্রাণাং হি পরো ধর্মঃ পিতৃশুশ্রূষণং সতাম্ ।
অপি পুত্রবতাং ব্রহ্মন্ কিমুত ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ২৮ ॥

পুত্রাণাম্—পুত্রদের; **হি**—বস্তুত; **পরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **পিতৃ-শুশ্রূষণম্**—পিতাদের সেবা; **সতাম্**—সৎ; **অপি**—ও; **পুত্র-বতাম্**—পুত্রবানদের; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **কিম্ উত**—আর কি বলব; **ব্রহ্মচারিণাম্**—ব্রহ্মচারীদের।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, পুত্রবান হলেও পিতার সেবা করাই পুত্রের পরম ধর্ম, যাঁরা ব্রহ্মচারী, তাঁদের কথা আর কি বলব?

শ্লোক ২৯-৩০

আচার্যো ব্রহ্মণো মূর্তিঃ পিতা মূর্তিঃ প্রজাপতেঃ ।
ভ্রাতা মরুৎপতের্মূর্তির্মাতা সাক্ষাৎ ক্ষিতেস্তনুঃ ॥ ২৯ ॥

দয়ায়া ভগিনী মূর্তির্ধর্মস্যাত্মাতিথিঃ স্বয়ম্ ।
অগ্নেরভ্যাগতো মূর্তিঃ সর্বভূতানি চাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥

আচার্যঃ—যিনি স্বয়ং আচরণ করে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন, সেই শিক্ষক বা গুরু; **ব্রহ্মণঃ**—সমস্ত বেদের; **মূর্তিঃ**—মূর্ত-স্বরূপ; **পিতা**—পিতা; **মূর্তিঃ**—মূর্ত-স্বরূপ; **প্রজাপতেঃ**—ব্রহ্মার; **ভ্রাতা**—ভাই; **মরুৎ-পতেঃ মূর্তিঃ**—মূর্তিমান ইন্দ্র স্বয়ং **মাতা**—মা; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ক্ষিতেঃ**—পৃথিবীর; **তনুঃ**—দেহ; **দয়ায়াঃ**—দয়ার; **ভগিনী**—ভগ্নী; **মূর্তিঃ**—মূর্তি; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **আত্ম**—আত্মা; **অতিথিঃ**—অতিথি; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অগ্নেঃ**—অগ্নিদেবের; **অভ্যাগতঃ**—নিমন্ত্রিত ব্যক্তি; **মূর্তিঃ**—মূর্তি; **সর্ব-ভূতানি**—সমস্ত জীবের; **চ**—এবং; **আত্মনঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর।

অনুবাদ

যিনি উপনয়ন প্রদান করে বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দান করেন, সেই আচার্য হচ্ছেন বেদের মূর্তি। তেমনই, পিতা ব্রহ্মার মূর্তি, ভ্রাতা ইন্দ্রের মূর্তি, মাতা সাক্ষাৎ পৃথিবীর মূর্তি, ভগিনী দয়ার মূর্তি, অতিথি স্বয়ং ধর্মের মূর্তি, অভ্যাগত অগ্নিদেবের মূর্তি এবং সমস্ত জীবেরা হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মূর্তি।

তাৎপর্য

চাণক্য পণ্ডিতের নীতি অনুসারে, *আত্মবৎ সর্বভূতেষু*—সমস্ত জীবদের নিজেরই মতো দর্শন করা উচিত। তার অর্থ এই যে, কাউকে তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করা উচিত নয়, কারণ পরমাত্মা সকলেরই শরীরে অবস্থান করছেন। তাই সকলকে ভগবানের মন্দির বলে মনে করে সম্মান করা উচিত। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে গুরুদেব, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, অতিথি এবং অভ্যাগতকে সম্মান করা উচিত।

শ্লোক ৩১

তস্মাৎ পিতৃণামার্তানামার্তিং পরপরাভবম্ ।
তপসাপনয়ংস্তাত সন্দেশং কর্তুমর্হসি ॥ ৩১ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **পিতৃণাম্**—পিতাদের; **আর্তানাম্**—দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত; **আর্তিম্**—দুঃখ; **পর-পরাভবম্**—শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হয়ে; **তপসা**—তোমার তপোবলের দ্বারা; **অপনয়ন্**—দূর কর; **তাত**—হে প্রিয় পুত্র; **সন্দেশম্**—আমাদের বাসনা; **কর্তুম্ অর্হসি**—তুমি পূর্ণ করতে সমর্থ।

অনুবাদ

হে পুত্র, আমরা শত্রুদের কাছে পরাজিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। তুমি তোমার তপোবলের দ্বারা আমাদের সেই দুঃখ দূর কর। আমাদের এই প্রার্থনা তুমি পূর্ণ কর।

শ্লোক ৩২

বৃণীমহে ত্বোপাধ্যায়ং ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং গুরুম্ ।
যথাঞ্জসা বিজেষ্যামঃ সপত্নাংস্তব তেজসা ॥ ৩২ ॥

বৃণীমহে—আমরা মনোনয়ন করেছি; **ত্বা**—তোমাকে; **উপাধ্যায়ম্**—শিক্ষক এবং গুরুরূপে; **ব্রহ্মিষ্ঠম্**—পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হওয়ার ফলে; **ব্রাহ্মণম্**—যোগ্য ব্রাহ্মণ; **গুরুম্**—আদর্শ গুরু; **যথা**—যার ফলে; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **বিজেষ্যামঃ**—আমরা পরাজিত করব; **সপত্নান্**—আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের; **তব**—তোমার; **তেজসা**—তপোবলের দ্বারা।

অনুবাদ

তুমি যেহেতু পূর্ণরূপে পরব্রহ্মকে জেনেছ, তাই তুমি একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত বর্ণের গুরু। আমরা তোমাকে আমাদের গুরু এবং পরিচালক রূপে বরণ করছি, যাতে তোমার তপোবলের প্রভাবে আমরা অনায়াসে শত্রুদের পরাজিত করতে পারি।

তাৎপর্য

বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য বিশেষ প্রকার গুরুর শরণাগত হতে হয়। তাই বিশ্বরূপ যদিও দেবতাদের চেয়ে কনিষ্ঠ ছিলেন, তবুও অসুরদের পরাজিত করার জন্য দেবতারা তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

ন গর্হয়ন্তি হ্যর্থেষু যবিষ্ঠাঙ্ঘ্র্যভিবাদনম্ ।
ছন্দোভ্যোঽন্যত্র ন ব্রহ্মন্ বয়ো জ্যৈষ্ঠ্যস্য কারণম্ ॥ ৩৩ ॥

ন—না; **গর্হয়ন্তি**—নিষেধ করে; **হি**—বস্তুত; **অর্থেষু**—স্বার্থ সিদ্ধির জন্য; **যবিষ্ঠ-অঙ্ঘ্রি**—কনিষ্ঠের চরণে; **অভিবাদনম্**—প্রণতি নিবেদন; **ছন্দোভ্যঃ**—বৈদিক মন্ত্র;

অন্যত্র—ব্যতীত; **ন**—না; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **বয়ঃ**—বয়সে; **জ্যৈষ্ঠ্যস্য**—জ্যেষ্ঠের; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—আমাদের কনিষ্ঠ বলে তুমি মনে কোন নিন্দার আশঙ্কা করো না, বৈদিক মন্ত্রের ক্ষেত্রে এই শিষ্টাচার প্রযোজ্য নয়। বৈদিক মন্ত্র ব্যতীত অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয় বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অধিক উন্নত হলে কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠের প্রণম্য। অতএব যদিও সম্পর্কের দিক দিয়ে তুমি আমাদের কনিষ্ঠ তবুও তুমিই আমাদের পুরোহিত হবে, সেই জন্য কোন সংকোচ করো না।

তাৎপর্য

বলা হয়, *বৃদ্ধত্বং বয়সা বিনা*—বয়সে বড় না হলেও জ্যেষ্ঠ হওয়া যায়। কেউ যদি জ্ঞানে বরিষ্ঠ হয়, তা হলে বয়সে জ্যেষ্ঠ না হলেও সে জ্যেষ্ঠ। দেবতাদের সম্পর্কে বিশ্বরূপ কনিষ্ঠ ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র, কিন্তু দেবতারা তাঁকে তাঁদের পুরোহিত রূপে বরণ করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তাঁকে তাঁদের প্রণাম গ্রহণ করতে হয়েছিল। দেবতারা তাঁকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছিলেন যে, তাতে সংকোচের কোন কারণ নেই, কারণ বৈদিক জ্ঞানে তিনি যেহেতু প্রবীণ, তাই তিনি তাঁদের পুরোহিত হতে পারেন। তেমনই, চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিয়েছেন, *নীচাদ্ অপ্যুত্তমং জ্ঞানম্*—নিম্নবর্ণের মানুষের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করা যায়। সমাজের সর্বোচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণেরা সকলের শিক্ষক, কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র পরিবারভুক্ত ব্যক্তি যদি জ্ঞানী হন, তবে তাঁকে শিক্ষকরূপে বরণ করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে সেই সম্বন্ধে বলেছেন (*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ৮/১২৮)—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥

মানুষ ব্রাহ্মণ না শূদ্র, গৃহস্থ না সন্ন্যাসী তাতে কিছু যায় আসে না। এগুলি সবই জড়-জাগতিক উপাধি। পারমার্থিক জ্ঞানে উন্নত ব্যক্তির এই সমস্ত উপাধিতে কিছু যায় আসে না। তাই, কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির বিজ্ঞানে উন্নত হন, তাঁর সামাজিক স্থিতি যাই হোক না কেন, তিনি গুরু হতে পারেন।

শ্লোক ৩৪

শ্রীঋষিরুবাচ

অভ্যর্থিতঃ সুরগণৈঃ পৌরহিত্যে মহাতপাঃ ।
স বিশ্বরূপস্তানাহ প্রসন্নঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৩৪ ॥

শ্রীঋষিঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অভ্যর্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **সুর-গণৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **পৌরহিত্যে**—পৌরোহিত্য বরণ করতে; **মহা-তপাঃ**—মহা তপস্বী; **সঃ**—তিনি; **বিশ্বরূপঃ**—বিশ্বরূপ; **তান্**—দেবতাদের; **আহ**—বলেছিলেন; **প্রসন্নঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **শ্লক্ষ্ণয়া**—মধুর; **গিরা**— বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সমস্ত দেবতারা যখন মহা তপস্বী বিশ্বরূপকে তাঁদের পুরোহিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৫

শ্রীবিশ্বরূপ উবাচ

বিগর্হিতং ধর্মশীলৈর্ব্রহ্মবর্চউপব্যয়ম্ ।
কথং নু মদ্বিধো নাথা লোকৈশৈরভিযাচিতম্ ।
প্রত্যাখ্যাস্যতি তচ্ছিষ্যঃ স এব স্বার্থ উচ্যতে ॥ ৩৫ ॥

শ্রী-বিশ্বরূপঃ উবাচ—শ্রীবিশ্বরূপ বললেন; **বিগর্হিতম্**—নিন্দনীয়; **ধর্ম-শীলৈঃ**—ধর্মপরায়ণ; **ব্রহ্মবর্চঃ**—ব্রহ্মতেজ; **উপব্যয়ম্**—ক্ষয়কারক; **কথম্**—কিভাবে; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **মৎ-বিধঃ**—আমার মতো; **নাথাঃ**—হে আমার প্রভুগণ; **লোক-ঈশৈঃ**—বিভিন্ন লোকপালদের দ্বারা; **অভিযাচিতম্**—প্রার্থনা; **প্রত্যাখ্যাস্যতি**—প্রত্যাখ্যান করবে; **তৎ-শিষ্যঃ**—যে তাঁদের শিষ্যসদৃশ; **সঃ**—তা; **এব**—বস্তুত; **স্ব-অর্থঃ**—প্রকৃত স্বার্থ; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

শ্রীবিশ্বরূপ বললেন—হে দেবতাগণ, পৌরোহিত্য পূর্বলব্ধ ব্রহ্মতেজের ক্ষয়কারক বলে যদিও ধর্মশীল মুনিরা তার নিন্দা করেন, তবুও আমি কিভাবে আপনাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করতে পারি? আপনারা ব্রহ্মাণ্ডের মহান অধ্যক্ষ। আমি

আপনাদের শিষ্যসদৃশ এবং আপনাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাই আমার কর্তব্য। আমি আপনাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। তাই আমার নিজের মঙ্গলের জন্য আমি অবশ্যই আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করব।

তাৎপর্য

যোগ্য ব্রাহ্মণের বৃত্তি হচ্ছে পঠন, পাঠন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ। যজন এবং যাজন শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে জনসাধারণের উন্নতি সাধনের জন্য পৌরোহিত্য করা। যিনি গুরুর পদ অঙ্গীকার করেন, তিনি যজমানদের অর্থাৎ যার জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তার পাপ মোচন করেন। এইভাবে পুরোহিত অথবা গুরুদেবের পূর্বার্জিত পুণ্যফল ক্ষয় হয়। তাই বিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য বরণ করতে চান না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপ দেবতাদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবশত, তাঁদের পৌরোহিত্য বরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

অকিঞ্চনানাং হি ধনং শিলোঞ্ছনং
তেনেহ নির্বর্তিতসাধুসৎক্রিয়ঃ ।
কথং বিগর্হ্যং নু করোম্যধীশ্বরাঃ
পৌরোধসং হ্যযতি যেন দুর্মতিঃ ॥ ৩৬ ॥

অকিঞ্চনানাম্—যাঁরা জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তপস্যা করেন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **ধনম্**—ধন; **শিল**—শস্যক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ করে; **উঞ্ছনম্**—এবং বাজারে পতিত শস্য সংগ্রহ করে; **তেন**—সেই বৃত্তির দ্বারা; **ইহ**—এখানে; **নির্বর্তিত**—প্রাপ্ত হয়ে; **সাধু**—মহান ভক্তদের; **সৎ-ক্রিয়ঃ**—সমস্ত পুণ্যকর্ম; **কথম্**—কিভাবে; **বিগর্হ্যম্**—নিন্দনীয়; **নু**—বস্তুত; **করোমি**—করব; **অধীশ্বরাঃ**—হে স্বর্গলোকের মহান অধীশ্বরগণ; **পৌরোধসম্**—পুরোহিতের ধর্ম; **হ্যযতি**—প্রসন্ন হন; **যেন**—যার দ্বারা; **দুর্মতিঃ**—অল্প বুদ্ধি।

অনুবাদ

হে বিভিন্ন লোকের অধীশ্বরগণ, শস্যক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শস্যকণিকা গ্রহণ করে এবং হাটে পতিত শস্য গ্রহণ করে শিলোঞ্ছন বৃত্তির দ্বারাই আদর্শ অকিঞ্চন ব্রাহ্মণেরা

দেহ ধারণ করেন। এইভাবে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তপস্যা করে নিজের এবং পরিবারের ভরণ-পোষণ করেন, এবং সর্বপ্রকার বাঞ্ছনীয় পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন। যে ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য কর্মের দ্বারা ধন উপার্জন করে সুখভোগ করতে চান, তিনি অত্যন্ত নিচ মনোবৃত্তি সম্পন্ন। সেই প্রকার পৌরোহিত্য আমি কিভাবে গ্রহণ করব?

তাৎপর্য

সর্বোচ্চ স্তরের ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্য অথবা যজমানের থেকে কখনও কোন দক্ষিণা গ্রহণ করেন না। তপস্যা-পরায়ণ হয়ে তিনি শস্যক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ করে অথবা হাটে পতিত শস্য সংগ্রহ করে তিনি তাঁর নিজের দেহ ধারণ করেন এবং পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ করেন। এই প্রকার ব্রাহ্মণেরা কখনও ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যদের মতো ঐশ্বর্যময় জীবন যাপন করার জন্য তাঁদের শিষ্যদের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করেন না। পক্ষান্তরে, শুদ্ধ ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেন, এবং সর্বতোভাবে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করেন। কয়েক বছর আগেও নবদ্বীপের নিকটবর্তী কৃষ্ণনগরে এক ব্রাহ্মণ থাকতেন, যাঁকে স্থানীয় জমিদার ব্রজ কৃষ্ণচন্দ্র আর্থিক সাহায্য দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ তাঁর সেই আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, তাঁর শিষ্যদের দেওয়া অন্ন এবং তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করে তিনি তাঁর গৃহস্থ জীবনে অতি সুখে রয়েছেন এবং জমিদারের সাহায্য গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ যদি তাঁর শিষ্যের কাছ থেকে বহু ধন-সম্পদ প্রাপ্তও হন, তবুও সেই ধন তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যবহার না করে, তা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় ব্যবহার করাই কর্তব্য।

শ্লোক ৩৭

তথাপি ন প্রতিব্রূয়াং গুরুভিঃ প্রার্থিতং কিয়ৎ ।
ভবতাং প্রার্থিতং সর্বং প্রাণৈরর্থৈশ্চ সাধয়ে ॥ ৩৭ ॥

তথাপি—তা সত্ত্বেও; **ন**—না; **প্রতিব্রূয়াম্**—আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি; **গুরুভিঃ**—আমার গুরুতুল্য ব্যক্তিদের; **প্রার্থিতম্**—অনুরোধ; **কিয়ৎ**—তুচ্ছ; **ভবতাম্**—আপনাদের সকলের; **প্রার্থিতম্**—বাসনা; **সর্বম্**—পূর্ণ; **প্রাণৈঃ**—আমার জীবন দিয়ে; **অর্থৈঃ**—আমার ধন দিয়ে; **চ**—ও; **সাধয়ে**—আমি সম্পাদন করব।

অনুবাদ

আপনারা সকলে আমার গুরুজন। তাই, পৌরোহিত্য নিন্দনীয় হলেও, আমি আপনাদের স্বল্পমাত্র প্রার্থনাও প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। আমি আমার ধন ও প্রাণ দিয়ে আপনাদের অনুরোধ সাধন করব।

শ্লোক ৩৮

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

তেভ্য এবং প্রতিশ্রুত্য বিশ্বরূপো মহাতপাঃ ।
পৌরহিত্যং বৃতশ্চক্রে পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩৮ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তেভ্যঃ**—তাঁদের (দেবতাদের); **এবম্**—এইভাবে; **প্রতিশ্রুত্য**—প্রতিশ্রুতি দিয়ে; **বিশ্বরূপঃ**—বিশ্বরূপ; **মহা-তপাঃ**—মহা তপস্বী; **পৌরহিত্যম্**—পৌরোহিত্য; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **চক্রে**—সম্পাদন করেছিলেন; **পরমেণ**—পরম; **সমাধিনা**—মনোযোগ সহকারে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, এইভাবে দেবতাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহাতপা বিশ্বরূপ দেবতাগণ পরিবৃত হয়ে পরম উদ্যম এবং মনোযোগ সহকারে পৌরোহিত্য-কার্য সম্পাদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

সমাধিনা শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *সমাধি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র চিত্তে কোন কার্যে মগ্ন হওয়া। মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপ কেবল দেবতাদের অনুরোধই স্বীকার করেননি, তিনি তাঁদের অনুরোধে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে এবং একাগ্র চিত্তে পৌরোহিত্য-কার্য সম্পাদন করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি কোন রকম জাগতিক লাভের জন্য সেই পৌরোহিত্য কার্য অঙ্গীকার করেননি, তিনি তা অঙ্গীকার করেছিলেন দেবতাদের লাভের জন্য। এটিই হচ্ছে পুরোহিতের কর্তব্য। *পুরঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরিবার' এবং *হিত* মানে হচ্ছে 'লাভ'। এইভাবে *পুরোহিত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী। *পুরঃ* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে 'প্রথম'। পুরোহিতের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে শিষ্যের ঐহিক এবং পারমার্থিক মঙ্গল সাধন করা। তখন তিনি প্রসন্ন হন। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনও বৈদিক অনুষ্ঠান করা পুরোহিতের কর্তব্য নয়।

শ্লোক ৩৯

সুরদ্বিষাং শ্রিয়ং গুপ্তামৌশনস্যাপি বিদ্যয়া ।
আচ্ছিদ্যাদান্মহেন্দ্রায় বৈষ্ণব্যা বিদ্যয়া বিভুঃ ॥ ৩৯ ॥

সুর-দ্বিষাম্—দেবতাদের শত্রু; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **গুপ্তাম্**—সুরক্ষিত; **ঔশনস্য**—শুক্রাচার্যের; **অপি**—যদিও; **বিদ্যয়া**—বিদ্যার দ্বারা; **আচ্ছিদ্য**—সংগ্রহ করে; **অদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **মহা-ইন্দ্রায়**—মহারাজ ইন্দ্রকে; **বৈষ্ণব্যা**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **বিদ্যয়া**—প্রার্থনার দ্বারা; **বিভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিমান বিশ্বরূপ।

অনুবাদ

শুক্রাচার্যের বিদ্যার দ্বারা যদিও দেবতাদের শত্রু দৈত্যদের ঐশ্বর্য রক্ষিত হয়েছিল, তবুও অত্যন্ত শক্তিমান বিশ্বরূপ নারায়ণ-কবচ নামক এক সুরক্ষাত্মক স্তোত্র রচনা পূর্বক সেই মন্ত্রের দ্বারা দৈত্যদের ঐশ্বর্য আহরণ করে তা মহেন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত আর অসুরেরা শিব, কালী, দুর্গা আদি দেবতাদের ভক্ত। কখনও কখনও অসুরেরা ব্রহ্মারও ভক্ত হয়। যেমন, হিরণ্যকশিপু ছিল ব্রহ্মার ভক্ত, রাবণ ছিল শিবের ভক্ত এবং মহিষাসুর ছিল দুর্গার ভক্ত। দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত (*বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব*), কিন্তু অসুরেরা (*আসুরস্তদ্-বিপর্যয়ঃ*) সর্বদা বিষ্ণুভক্তদের অথবা বৈষ্ণবদের বিরোধী। বৈষ্ণবদের বিরোধিতা করার জন্য অসুরেরা শিব, ব্রহ্মা, কালী, দুর্গা আদির ভক্ত হয়। বহুকাল পূর্বে দেব এবং অসুরদের মধ্যে শত্রুতা ছিল এবং সেই মনোভাব এখনও রয়েছে। তাই শিব এবং দুর্গার ভক্তরা বিষ্ণুর ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রতি সর্বদা মাৎসর্য-পরায়ণ। শিব ভক্ত এবং বিষ্ণুর ভক্তদের মধ্যে এই বৈরীভাব চিরকাল রয়েছে। উচ্চতর লোকেও দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ হয়।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিশ্বরূপ দেবতাদের রক্ষার জন্য বিষ্ণুমন্ত্রে সম্পৃক্ত এক কবচ তৈরি করেছিলেন। কখনও কখনও বিষ্ণুমন্ত্রকে বলা হয় বিষ্ণুজ্বর এবং শিবমন্ত্রকে বলা হয় শিবজ্বর। শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, কখনও কখনও অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধে শিবজ্বর এবং বিষ্ণুজ্বরের প্রয়োগ হয়।

এই শ্লোকে *সুরদ্বিষাম্* অর্থাৎ 'দেবতাদের শত্রু' শব্দটি নাস্তিকদেরও ইঙ্গিত করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, অসুর অথবা নাস্তিকদের বিমোহিত করার জন্য ভগবান বুদ্ধদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা তাঁর ভক্তদের আশীর্বাদ প্রদান করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩১) ভগবান স্বয়ং সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন—

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ।

"হে কৌন্তেয়, দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না।"

শ্লোক ৪০

যয়া গুপ্তঃ সহস্রাক্ষো জিগ্যেঽসুরচমূর্বিভুঃ ।
তাং প্রাহ স মহেন্দ্রায় বিশ্বরূপ উদারধীঃ ॥ ৪০ ॥

যয়া—যার দ্বারা; **গুপ্তঃ**—রক্ষিত; **সহস্র-অক্ষঃ**—সহস্র চক্ষু সমন্বিত ইন্দ্র; **জিগ্যে**—জয় করেছিলেন; **অসুর**—অসুরদের; **চমূঃ**—সামরিক শক্তি; **বিভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে; **তাম্**—তা; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **মহেন্দ্রায়**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **বিশ্বরূপঃ**—বিশ্বরূপ; **উদারধীঃ**—অত্যন্ত উদারমতি।

অনুবাদ

অত্যন্ত উদারমতি বিশ্বরূপ সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে যে গুহ্য মন্ত্র প্রদান করেছিলেন, তা ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিল এবং দৈত্য সৈন্যদের জয় করেছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'দেবগুরু বৃহস্পতিকে ইন্দ্রের অপমান' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।